ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ব্রাজিলের বেলেমে আসন্ন কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলন

জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি সংশ্লিষ্টদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরে অন্যতম বাধা; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান টিআইবির

১১ নভেম্বর ২০২৫, ঢাকা

ব্রাজিলের বেলেমে ১০ থেকে ২১ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত কপ-৩০ জলবায়ু সম্মেলনকে প্যারিস চুক্তির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু সম্মেলনগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১০ বছর আগে ১৯৫টি দেশ প্যারিস চুক্তির অধীনে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা হ্রাসের যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলো,[১] তা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বরং বৈশ্বিক তাপমাত্রা ইতোমধ্যেই ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ু তাড়িত দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে।[২] একইসঙ্গে, জলবায়ু অর্থায়ন প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। তাই এ বছর জলবায়ু সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বার্ষিক কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন সংগ্রহে নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল (NCQG) নির্ধারণ করা। এ ছাড়া, এই সম্মেলনের আলোচনায় ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি তিনগুণ এবং জ্বালানি দক্ষতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, জাতীয় জলবায়ু প্রতিশ্রুতিতে জ্বালানি রূপান্তর পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা, সবুজ শিল্পসম্পর্কিত কৌশল প্রচার করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ও জলবায়ু-প্রকৃতি সংযোগকরণে "আদিবাসী" জনগোষ্ঠীর ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হবে। তবে জলবায়ু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ক্রমবর্ধমান স্বার্থ এবং অনৈতিক হস্তক্ষেপ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে একটি অন্যতম বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি জলবায়ু সম্মেলনে আলোচনা প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

জলবায়ু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব

আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৯) ১ হাজার ৭৭০ জন জীবাশ্ম জ্বালানি লবিস্ট উপস্থিত হয়। এর মধ্যে ৩৩৯ জনই আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত সরকারি প্রতিনিধি বা ন্যাশনাল নেগোসিয়েটর। এই প্রতিনিধিদের সম্মেলনের মূল আলোচনা কক্ষে এবং গোপন বৈঠকগুলোতে বিশেষ প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এ ছাড়া, আরও ৮৬৭ জনকে সরকারিভাবে জারি করা "পার্টি ওভারফ্লো" ব্যাজ দেওয়া হয়, যার একটি বড় অংশই জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। বিগত কয়েকটি জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি লবিস্টদের অনৈতিক প্রভাবের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন রোধসংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রচেষ্টা যেমন; "কোল ফেজ-আউট" বা কয়লার ব্যবহার বন্ধের মতো যুগান্তকারী বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস কোম্পানির প্রতিনিধিরা কার্বন নিঃসরণ হ্রাসসংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়াকে ইতোমধ্যে প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত কয়েকটি জলবায়ু সম্মেলনে প্রভাবশালী জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশসমূহ যেমন– সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসসংক্রান্ত উদ্যোগসমূহকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং ইউএনএফসিসিসির অধীনে জলবায়ু প্রতিবেদনের মান (Climate Reporting Standard) দুর্বল করার জন্য তদবির ও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, প্যারিস চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে কঠোরভাবে কার্বন নির্গমন হ্রাস কার্যকর করা সংক্রান্ত নির্দেশনার পরিবর্তে কার্বন বাণিজ্যের (Carbon Trading) অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৩]

নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল (NCQG) এবং ঝুঁকিগ্রস্ত দেশের সংশয়

কপ-৩০ সম্মেলনের অগ্রাধিকার বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– "বাকু থেকে বেলেম রোডম্যাপ"। অর্থাৎ ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বার্ষিক কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা এবং এই সময়কালের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উৎসের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতি বছর ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো। এ লক্ষ্যে জলবায়ু অর্থায়নের একটি নতুন রূপরেখা হিসেবে "নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল (NCQG)" নামে কপ-২৯ এ দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়। এবারের সম্মেলনে আগামী বছরগুলোতে জলবায়ু অর্থায়ন বৃদ্ধির জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে NCQG নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে ও প্রধানতম দায়ী শিল্পোন্নত দেশকর্তৃক এখনও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ইতোপূর্বে প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন স্বচ্ছতার সাথে প্রদান করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে NCQG– এর নতুন এই অর্থায়ন বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন পদক্ষেপ নিয়েও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া, ৩০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহে বেসরকারি খাতের ওপর অতি নির্ভরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অন্যদিকে, অভিযোজন খাতে ব্যবসায়িক মডেল না থাকায় বেসরকারি খাত

[১] Paris Agreement - Status of Ratification. https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification. Last Visit: 02 November 2025.
[২] UNFCCC COP30. *Conference of Parties 30 (COP30) Overview*. https://unfccc.int/cop30
[৩] UNFCCC & Paris Agreement. Article 6 and Enhanced Transparency Framework. 2023

থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য অভিযোজন অর্থ সংগ্রহ আরও কঠিন হবে। ফলে অর্থ সংগ্রহে বেসরকারি খাতের ওপর এই অতি নির্ভরতা জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি খাতে অধিক অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করার সাথে সাথে জলবায়ু খাতের নীতি নির্ধারণে তাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি করবে।

উন্নত দেশগুলোর জীবাশ্ম খাতসংশ্লিষ্ট স্বার্থ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে বাধা

এবারের সম্মেলনের সভাপতি দেশ ব্রাজিল ২০৩৫ সালের মধ্যে টেকসই জ্বালানির উৎপাদন এবং ব্যবহার চারগুণ করার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করবে। এ ছাড়া, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্ষমতা তিনগুণ এবং জ্বালানি দক্ষতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরি করা হবে। তা ছাড়া, ২০৩৫ সালের জন্য দেশগুলোর জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি ও অর্জনের ওপর আলোকপাত করা হবে।[৪] উন্নয়নশীল ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে লক্ষণীয় প্রচেষ্টা থাকলেও জি-২০ দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে নতুন করে ৩০০ বিলিয়ন ডলার নতুন অর্থায়নের পরিকল্পনা করছে।[৫] তারা ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন ১১০ শতাংশ বৃদ্ধি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাথে বৈশ্বিক জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের এই পরিকল্পনাটি বিপজ্জনকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।[৬]

প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় চ্যালেঞ্জ

প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক প্রচেষ্টা এখনও সফল হয়নি। বিশেষকরে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং কার্যকর অভিযোজন নিশ্চিতে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল অপর্যাপ্ত। তাই এবারের জলবায়ু সম্মেলনে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। উল্লেখ্য, আদিবাসী জনগোষ্ঠী জলবায়ু-প্রকৃতি সংযোগকরণ তথা বাস্তুতন্ত্রের মূল রক্ষক হলেও জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় প্রায়শই তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো অব্যাহতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বিপন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে কয়লা এবং এলএনজি-নির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ফলে, প্রকৃতিনির্ভর অদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের জীবন-জীবিকা আরও বিপন্ন হচ্ছে। উল্লেখ্য, রামপালের কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবনকে ইউনেস্কোর "বিপদগ্রস্ত বিশ্ব ঐতিহ্য" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ঝুঁকিতে ফেলেছে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিল থেকে কয়লা আমদানি নদী দূষণসহ ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র এবং স্থানীয়দের জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

আসন্ন কপ-৩০ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা ও আহ্বান

এ প্রেক্ষিতে আসন্ন কপ-৩০ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, জলবায়ু সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ন্যায্য রূপান্তর এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত প্রত্যাশা ও দাবিগুলো পেশ করছে–

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-৩০ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)–এর কাছে তাদের কার্যক্রমে শুদ্ধতা নিশ্চিত এবং সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি লবিস্টদের বাদ দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে;

২. জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি লবিস্ট ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুষ্ট অনৈতিক প্রভাব প্রতিহত করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতার সাথে সম্মেলনের উদ্দেশ্য পূরণে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সমমনা অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিশেষকরে, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে কাজ করতে হবে;

৩. জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ক্রমবর্ধমান স্বার্থ এবং অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং সরকারি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বাইরে অতিরিক্ত প্রবেশাধিকার বন্ধে "পার্টি ওভারফ্লো" ব্যাজের ব্যবহার সীমিত করতে হবে এবং এই শ্রেণীভুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে জলবায়ু লবিস্টদের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশসহ অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কপ আয়োজক হিসেবে ইউএনএফসিসিসির সাথে অধিপরামর্শ করতে হবে;

৪. NCQG লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বার্ষিক কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বৃহৎ অংশ অনুদান হিসেবে প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সাথে সময়াবদ্ধভাবে সরবরাহে একটি বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ প্রস্তুতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বিত দাবি উত্থাপন করতে হবে;

[4] IRENA. Pre-COP30 High-level event: Tracking Global Target of Tripling Renewables and Doubling Energy Efficiency.2025. https://www.irena.org/Events/2025/Oct/Tracking-Global-Target-of-Tripling-Renewables-and-Doubling-Energy-Efficiency-Report-Launch
[5] UNFCCC NCQG. Non-Party Stakeholder Engagement Flyer. 2023. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC_NCQG2023_flyer_web.pdf
[6] UN News. Fossil fuel production 'dangerously out of sync' with climate change targets. 2021. https://news.un.org/en/story/2021/10/1103472

৫. "নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল (NCQG)" এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং তা সময়াবদ্ধভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একত্রে কাজ করতে হবে;
৬. ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
৭. প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে নতুন কোনো জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে;
৮. বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার এবং অভিযোজন, প্রশমন ও অর্থায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

১. জ্বীবাশ্ম জ্বালানি লবির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল প্রকার কার্যক্রম ও তৎপরতা বয়কট করতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির পক্ষে অংশগ্রহণ এবং অধিপরামর্শে সক্রিয়ভাবে সোচ্চার হতে হবে;
২. কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর বিদ্যমান জ্বালানি মহাপরিকল্পনা "ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি ২০২৩)" অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস এবং জ্বালানি মিশ্রণে নবানয়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি– এমন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে নতুন একটি মহাপরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করতে হবে;
৩. জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে;
৪. এনডিসি ৩.০–এর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাতভিত্তিক প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রোডম্যাপ প্রনয়ণ করতে হবে;
৫. এনডিসি ৩.০-এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন এবং মেয়াদোত্তীর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জমিতে সোলারসহ অন্যান্য নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;
৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
৭. শহর ও নগরে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং বর্জ্য খাত থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ রোধে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

*****

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি - ৫, সড়ক - ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org